দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

এমপিওভুক্তি নিয়ে ঘুষ বাণিজ্য

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম এমপিওভুক্তির জন্য ঘুষ লাগে ১৫ হাজার টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য ১০ হাজার টাকা এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর জন্য ৫ হাজার টাকা। এভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ জন শিক্ষক, একজন করণিক এবং ১ জন ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী থাকলে সে প্রতিষ্ঠানের সকল জনবলের এমপিওভুক্তির জন্য সর্বমোট চাহিদা ৯০ হাজার টাকা। বিশেষ ক্ষেত্রে বা কোন ধরনের আনুকূল্য থাকলে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান না করলে

পৃঃ ২০ কঃ ২

এমপিওভুক্তি নিয়ে ঘুষ বাণিজ্য

২৪-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম এমপিওভুক্তির জন্য তালিকাভুক্ত হয় না। কোন প্রতিষ্ঠান ঘুষের টাকা না দিলে একজন মাত্র ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নাম তালিকায় রেখে অন্যান্য সকলের নাম বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য পরিসংখ্যান শাখায় পাঠিয়ে দেয়ার কৌশলী হুমকি বলবৎ রাখা হয়েছে।

এভাবেই চলছে সদ্য এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য মহা ঘুষ বাণিজ্য সিন্ডিকেটের প্রকাশ্য তৎপরতা। দীর্ঘ ৫/৬ বছর যাবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি সরকার ১৪৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নতুন এমপিওভুক্তির তালিকায় আনার পর উল্লিখিত সিন্ডিকেট ক্ষুধার্ত হায়েনার ন্যায় মহাঘুষ বাণিজ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এ সিন্ডিকেটের উপর শিক্ষা ভবনের উচ্চ পদের কর্মকর্তাদের বিশেষ আশীর্বাদ থাকার কারণেই এ হরিলুটের বাণিজ্য প্রকাশ্যে চলছে। গত সপ্তাহের ৩ দিন শিক্ষা ভবনে অনুসন্ধান চালানোর সময় এমনটাই ছিল ঘুষ বাণিজ্যের চিত্র। উল্লিখিত সময়ে সীমাহীন ঘুষ বাণিজ্যের অনেক অভিযোগ ও তথ্য পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি ১৪৮৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার এমপিওভুক্ত করার আদেশ জারি করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মোটা অংকের টাকা ছাড়া কাজে হাত দিচ্ছেন না। টাকা না দিলে শুধু একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এমপিওভুক্ত করছে। শিক্ষা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৩টি কক্ষে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শাখার এমপিও'র কাজ চলছে। করিডোরের পশ্চিম দিকের বড় কক্ষে দায়িত্বরত ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের দেখলে কর্মচারী মনে হয় না। জনৈক শিক্ষক কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার কাজ কে করে, বলতেই উত্তর আসে মাসুদ পারভেজ সাহেব। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জিজ্ঞেস করলেন কাজ করাবেন? ভদ্রলোক বললেন হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন- কতজন শিক্ষক? উত্তর এলো শিক্ষক ৫ জন, করণিক ১ জন এবং একজন ৪র্থ শ্রেণী। উত্তর এলো (১৫×৫=৭৫+১০+৫) মোট ৯০ হাজার টাকা লাগবে। পরে দুইজনে মাসুদ পারভেজ সাহেবের টেবিলে গিয়ে ৫০ হাজার টাকায় মাধ্যমে কাজের রফা করে। পরে ভদ্রলোকের পরিচয় জানা গেল তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান উপজেলার বালুরচর (?) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মাসুদ পারভেজ পাইবাকে (?) জেলার ... নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ... মেহেরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

লোহনটোল নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ অন্যদের সাথে দর কষাকষি করে। একই সময় দেখা গেল কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার ড. শামসুদ্দিন খান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক ও একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর এমপিওভুক্তির জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্য দুইজন শিক্ষক, আমির হোসেন নামের একজন অফিস সহকারীকে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করেন। একটু পরেই দেখা গেল দিনাজপুর জেলার দেবীডাংগা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কাহারোল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহেশপুর আদিবাসী হাইস্কুলের শিক্ষকগণ, প্রধান সহকারীর চেয়ারে বসা জাকির হোসেনকে ঘুষ দিচ্ছে। জাকির হোসেন রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলাধীন গাংগারামপুর চুনাপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষকগণের সাথেও দরকষাকষি করেছেন। একই কক্ষে কামরুজ্জামান নামে এক অফিস সহকারী বগুড়া জেলার অংকুরপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাউদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ নিতে দেখা গেছে। কামরুজ্জামানকে পরের দিন বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের আমতলায় কয়েকজন শিক্ষকের সাথে হৈ চৈ করতেও দেখা গেছে। তারা এসেছে সিলেট থেকে। বন্দী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও হাকুর বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকগণ বলেন, এত টাকা আমরা দেব কিভাবে। কামরুজ্জামান বলে ভাই বুঝেন তো কেন এত টাকা। আমি একা ভোগ করিনা, মহা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে দিতে হয়। আমি এবং জাকির ভাই আমাদের এবং অন্যান্য শাখার সকলের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উপরের কর্মকর্তাদেরকে দেই। আমি প্রতিজনে ২০ হাজার টাকার কমে কাজ করতে পারব না।

পরদিন দেখা গেল, দোতলার পূর্ব পার্শ্বের কক্ষে মোরশেদ আলম, মোতাহির দরজা বন্ধ করে শিক্ষকদের সাথে চুক্তি করছেন এবং শিক্ষকদের বলছেন, প্রতিজনে ২০ হাজার টাকার কমে কাজ হবে না। জাকির ভাই ও কামরুজ্জামানকে একটি অংশ দিতে হবে। কক্ষের দরজা খোলার পর শিক্ষকদের পরিচয় জানা গেল তারা এসেছেন রংপুর জেলার তালতলা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, চাঁদপুর সিদ্দিকা বেগম বালিকা বিদ্যালয়, জামালপুর জেলার সৈয়দপুর রফিক উদ্দিন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ জেলার হযরত আলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে। শিক্ষা ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্কুল শাখা, ৩য় তলায় কলেজ শাখা ও ৫ম তলায় বিশেষ শিক্ষা (মাদ্রাসা) শাখায় আগত শিক্ষক, অধিদপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর সাথে আলাপ করে জানা যায় এমপিওভুক্তির তিনটি শাখায় একই রেট। নতুন শিক্ষক এমপিওভুক্তির জন্য প্রতিজনে ১৫ হাজার টাকার টাইমস্কেলের জন্য ৬ হাজার টাকা। এসব বিষয়ে অন্যান্য শাখার অনেক কর্মচারী-কর্মকর্তার অভিযোগ- এ অফিসে চাকরি করি, পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে। গ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজন আসে এমপিও টাইমস্কেলের কাজ নিয়ে। শিক্ষা ভবনে এসে আত্মীয় শিক্ষকরা কোন কর্মচারীর পরিচয় দিলে ধমক খেতে হয়।

শিক্ষা ভবনের দ্বিতীয় ব্লকে অবস্থিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তর হতে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে যে সকল কর্মকর্তা বদলীর মাধ্যমে পোস্টিং পেয়েছেন, তারা সকলেই

অধিদপ্তরের ৩টি কক্ষের কর্মচারীকে ঘুষ বাণিজ্যের সিন্ডিকেট পরিচালনা করছেন। ইতোমধ্যে এসব অভিযোগে কলেজ-২ শাখার উপ-পরিচালক প্রীতিশ বাবু বদলী হয়ে ৮ জুন শিক্ষা ভবন ছেড়েছেন। এখন তার নীচেরজন, বেসরকারী কলেজ শাখা নিয়ন্ত্রণ করছেন। ৫ম তলায় মাদ্রাসা শাখার কর্মচারীদের অনেকে বলেছেন, এমপিওভুক্ত বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব সহকারী পরিচালকের। বিভিন্ন শাখায় খোঁজখবর করে দেখা গেছে, এমপিও শাখার অফিস সহকারীদের মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসের কিছু কর্মচারী শিক্ষকদের সরবরাহ করে থাকে। মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সেগুনবাগিচা, তোপখানা রোডে ও পল্টন এলাকা হোটেল রেস্তোরাঁ ও বাসা বাড়ীতে ঘুষ লেনদেন চলে।